৮০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষা সফরের নামে–

মাইনুল হাসান ।। শিক্ষা সফরের নামে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে এখন প্রতি বছর কয়েকশত শিক্ষার্থী ভারত সফর করিতেছে। এ সফরের মূল উদ্দেশ্য কাগজ-

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা সফরের

(১ম পৃঃ পর)

কলমে শিক্ষা সফর হইলেও কার্যতঃ ইহা 'ব্যবসায়িক সফরে' পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে থাকেন কলেজের এক বিশাল শিক্ষক বহর। বেশীরভাগ শিক্ষক যান সস্ত্রীক। ফলে শিক্ষার্থীর চাইতে শিক্ষক ও পরিবার পরিজনের সংখ্যা বেশী থাকে। শিক্ষা সফরে অন্য বিভাগের শিক্ষক যাইতেছেন অতিথি হিসাবে।

শিক্ষা সফরের পূর্বে চাঁদা তোলা হয় ব্যাপকভাবে। শিক্ষার্থীদের উপর ধার্য হয় মোটা অংকের 'ফি'। আবার শিক্ষাঙ্গনের বাইরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে নেওয়া হয় মোটা অংকের চাঁদা। ইহার সহিত যুক্ত হয় শিক্ষা সফরের জন্য কলেজ হইতে বরাদ্দকৃত অর্থ। কলিকাতা পৌঁছিয়াই শুরু হয় কেনাকাটা। শাল, শাড়ী, কসমেটিকস, জুতা তালিকার শীর্ষে থাকে। অর্থ সাশ্রয় হইলে অন্যান্য মালামাল ক্রয় হয়। দিল্লী, আগ্রা হইতেও কেনাকাটা চলে প্রয়োজন অনুসারে। প্রচুর মালামাল লইয়া ফেরার পথে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের উভয় পাড়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইলে কিছু 'বখরা' দেওয়া হয়।